দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..25 MAY 2016... ...
পৃষ্ঠা ..... কলাম ....

পাঠ্যক্রমে বাংলাদেশ অধ্যয়নের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব

ড. মোস্তফা তারিকুল আহসান

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে বাংলাদেশ বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় বাংলাদেশিদের চেয়ে ইউরোপীয় বা আমেরিকানরা এগিয়ে রয়েছে। কথাটি সত্য ধরে নেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মীর মশাররফ হোসেনের কোনো কোনো উপন্যাস বা কোনো গদ্য রচনা যখন বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায়নি সেটা পাওয়া গেছে লন্ডনের গ্রন্থাগারে। এ রকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাবে। স্যার উইলিয়াম জোন্স যখন ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করেছিলেন তখন তার উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা সবাই জানেন। পরবর্তীকালে ইন্ডোলজি বিষয়ে যে ব্যাপক চর্চা শুরু হয় এটা তার গোড়াপত্তন ধরা যায়। আরো পরে এটার শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং এর ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা গেছে। এরিয়া স্টাডিজের আদলে পরবর্তীকালে বহুবিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলা হিসেবে সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশের নামে এই চর্চা ব্যাপকহারে জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমেরিকান বিভিন্ন সংস্থা (যেমন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলো ফাউন্ডেশন) পঞ্চাশের দশকে প্রচুর বিনিয়োগ করে এরিয়া স্টাডিজের জন্য। বিশেষত আমেরিকান স্টাডিজের আদলে এশিয়ার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি পঠনের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করে। সন্দেহ নেই যে স্নায়ুযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবার জন্য আমেরিকা এই পরিকল্পনা করে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হবার পর অবশ্য তারা এই খাতে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়। তারপরও আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা ও গবেষণার মৌলিক প্রবণতার সঙ্গে এই বিদ্যাশৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকান স্টাডিজের মতো রাশিয়ান, জার্মান, জাপান, আফ্রিকা, কোরিয়া স্টাডিজ পণ্ডিতদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিক বিদ্যার সহযোগে এই ডিসিপ্লিন বর্তমানে সারাবিশ্বে বিদ্যার নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেছে। সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের সঙ্গে এর অনেক মিল থাকলেও এটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এ সব প্রসঙ্গ বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়টি বাংলাদেশে নানা কারণে আলোচিত ও চর্চিত বিষয় হতে পারে। বিশেষ করে দেশ যখন অর্থনৈতিক দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, চেতনা, জীবনধারাকে সবার সামনে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার সময় এসেছে। জাতি হিসেবে আমাদের সার্বিক প্রবণতাকে সঠিকভাবে পঠন পাঠন ও তাকে সংহত রূপ দেবার সময় এসেছে। আমরা লক্ষ করেছি বর্তমান সরকার স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্টাডিজকে বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছে। নতুন শিক্ষানীতিতে এটিকে সংযুক্ত করার অর্থ সরকারের সংশ্লি[illegible] বিষয়ের অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। বর্তমান শিক্ষানীতিতে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার বেশিরভাগ কুদরত-ই খুদা কমিশনে উল্লেখ ছিল। সত্তরের দশকে বিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাদেশ অধ্যয়ন পঠিত বিষয় হিসেবে সংযুক্ত হয়নি। তবে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ সালে জাতির ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য ও বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার জন্য ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হয়— যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটি এদেশে প্রথম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি বাংলাদেশ স্টাডিজ নিয়ে এম ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা শুরু করে— যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তবে পরিতাপের বিষয় যে বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে যে ব্যাপক ও কার্যকরী পঠন পাঠন প্রয়োজন সেটা কখনো সম্ভব হয়নি। এমনকি আই বি এসে যা হয় সেটাও তেমন কার্যকরী নয়। কারণ বাংলাদেশ অধ্যয়ন আমেরিকান অধ্যয়নের পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য আরো বিস্তৃত ও গঠনমূলক পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন। সত্যিকার অর্থে একটি সভ্য ও সমৃদ্ধ জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ভূগোল ইত্যাদি জানার জন্য এটি খুব কার্যকরী। আমরা পরিতাপের সাথে লক্ষ করছি যে শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ স্টাডিজ অন্তর্ভুক্ত করার পর খুব দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টি অনুধাবন না করেই এর পাঠদান শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্টাডিজে কোন্ কোন্ ডিসিপ্লিনের পণ্ডিতেরা নেতৃত্ব দেবেন বা দেওয়া উচিত সেটা নিয়েও কোনো মাথাব্যথা কারো আছে বলে মনে হয় না। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে এই বিষয়ে সম্মান ও এম এ শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তি শুরু করেছে। বোঝা যায় তারা মনে করেছেন এই বিষয়ে পাস করলে শিক্ষার্থীরা চাকরির বাজার ধরতে পারবে— অন্তত স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতার সুযোগ পাবে। একটা জগাখিচুড়ি ধরনের ব্যাপার যে শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট। অর্থাৎ একটা ভালো পরিকল্পনা যে মার খেতে চলেছে তা বলা বাহুল্য।

স্বাধীনতার চার দশক পরে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশ থেকে আরো ওপরে উঠে যাচ্ছি। আমাদের এই অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকে সমন্বিত করতে হবে। তাহলে সত্যিকার অর্থে মাথা তুলে দাঁড়াবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে অধ্যয়ন করতে সারাবিশ্ব থেকে ছেলে-মেয়েরা এখানে আসবে। তার আগে আমাদেরকে এই শাস্ত্রকে উন্নত ও মানসম্পন্ন পাঠদানের ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে।

● লেখক : অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়